আজ দিনে বৃষ্টি হল

বিনয় মজুমদার

আজ দিনে বৃষ্টি হল আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিবসে।
মানুষের ইতিহাসে এ প্রকার বৃষ্টি হতে থাকে।
আষাড়ে আট নয় তারিখের কাছাকাছি এক দিন দীর্ঘতম দিন।
অর্থাৎ সেদিন খুব আলো থাকে সবচেয়ে বেশিক্ষণব্যাপী।
সেহেতু আষাঢ় মাসে ভারতের আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
মানুষের ইতিহাস আবহাওয়া এ প্রকার উত্তপ্ত হয় তা জানে
সমস্ত মানুষ।
আবহাওয়া অতিশয় উত্তপ্ত হলেই কিন্তু ছন্দোবদ্ধ শব্দমালা
বৃষ্টি হয়ে ঝরে
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে; অর্থাৎ যখন এই বিশ্বের আলোক
সবচেয়ে বেশিক্ষণ মানবসমাজে থাকে সেসময়ে সর্বাধিক
বৃষ্টিপাত হয়

আজকে রাত্রিতে চাঁদ

আজকে রাত্রিতে চাঁদ উঠেছে আকাশে দেখলাম।
এখন আষাঢ় মাস সমস্ত আকাশ ঢাকা স্বচ্ছ সাদা মেঘে।
সেইহেতু আজ রাত্রে একটিও তারা দেখা যায় না আকাশে।
মেঘের আড়ালে শুধু চাঁদ দেখা যায় আর জোছনা পড়েছে
আমাদের বারান্দার উপরে উঠোনময় ফুলের বাগানের বাঙলায়।
বুঝি যে আমার ভাগ্য অতিশয় ভালো আজ,
তারা বাদ দিয়ে
কেবল চাঁদকে আমি দেখলাম আজ রাতে,
একলা চাঁদকে দেখলাম
তা ছাড়া আষাঢ় মাসে চাঁদ অতি দূর্লভ থাকেই।

রাত্রিতরঙ্গ

মণীন্দ্র গুপ্ত

সন্ধ্যাবেলা তালা খুলি। ঘর নয়, বোবা কালো মা-মরা সন্তান
ঢলে আছে। থাক। —ক্লান্ত লাগে...
ক্বচিৎ বিকেলে ফিরে দেখি ঃ ঘুলঘুলির রৌদ্র নিয়ে
খুব খেলছে। সমবয়সীর মতো মেতে উঠে হঠাৎ চমকাইঃ
আমি ছায়া ধরে আছি, ও রোদ্দুরের সঙ্গে চলে গেছে।
কষ্ট হয় বর্ষার সন্ধ্যায়। — কিছুতেই থাকবে না ঘরে—
কালো বেড়ালের মতো

রুষে ওঠে, নখ বার করে।
ত্যক্ত হয়ে লাথি মেরে বার করে দিই– উড়ে যায় অভিশপ্ত
বাদুড়ের মতো বর্ষায় বিদ্যুতে অন্ধকারে...
সারারাত রক্ত কিংবা দুঃখ খেয়ে ফিরে আসবে ভোরের আগেই।

তবুও নিঃসঙ্গ নই—
কুকারের মধ্যে মাংস টগবগায়। একা খাওয়া বড় আনন্দের—
খাদ্য, আমি— দুইজন মুখোমুখি। প্লেট থেকে কথা বলছে
সাদা ভাত বহু মমতার, বৌলে মাংস
বন্য উপকথা। যেন বনের কিনারে
একটি হাঁড়ি ও আকাশ, তিনদিকে মহাশূন্য—হাঁড়ি থেকে
মহাজাগতিক মেঘে বিশ্ব সংসারের গল্প ওঠে...

হালকা ঘুমে সারারাত - মুনলাইট সোনাটর বনঃ
আলো - আঁধারির মধ্যে গাছ হাওয়া হঠাৎ ঘুরছে শব্দঃ
একপাক লাল বেবুন লাফ দিল চাঁদ লক্ষ্য করে। টুপটুপ
ঝরছে শিশির—
শব্দঃ রঙ্কু হরিণের দল সন্তর্পণে ঘুরে চলে গেল। এইবার
চড়া হাওয়া - ডালপালায় টান— শব্দঃ বুনো টাট্টু
কেশ উড়িয়ে আসছে, থমকে আবার উলটো ছুট—...
কখনো নিঃসঙ্গ নই, নিজেরই নিজের সঙ্গে থাকি।